শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অডিট শাখা-০১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.১৪২.১৬.৭০.২০-০৯

তারিখ: ২৭ মাঘ ১৪২৭
১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১

বিষয়: জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলাধীন কেন্দুল সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদ্রাসা-এর পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে BSR যথাযথভাবে প্রণীত না হওয়ায় প্রমাণকসহ BSR পুনরায় টিএমইডি-তে প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: ডিএমই এর স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০০৫.০৯.০৩৬.১৭-১৭৯, তারিখ: ২৬/১১/২০২০ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারকমতে জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলাধীন কেন্দুল সিদ্দিকিয়া দাখিল মাদ্রাসা এর BSR ডিজি, ডিএমই এর সুপারিশসহ টিএমইডি-তে পাওয়া গেছে।

০২. প্রাপ্ত BSR টি পর্যালোচনায় নিম্নবর্ণিত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় :

পরিদর্শন প্রতিবেদনের ক্রমিক নং	ডিআইএ এর আপত্তি	ডিআইএ এর আপত্তির আলোকে ডিএমই এর মতামত	ডিজি, ডিএমই এর মতামতের প্রেক্ষিতে টিএমইডি এর মন্তব্য	পরবর্তী করণীয় বিষয়ে টিএমইডি'র নির্দেশনা	
১	২	৩	৪	৫	
১(ক)	স্টক টেকিং কমিটি নেই এবং বছর শেষে স্টক টেকিং করা হয় না। শিক্ষকদের সমন্বয়ে স্টক টেকিং কমিটি গঠন করে প্রতি বছর শেষে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তির স্টক টেকিং করতে হবে। স্টক টেকিং কমিটির প্রতিবেদন মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের অস্থাবর সম্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।	নির্দেশনা বাস্তবায়নে তৎপর হতে হবে।	বর্তমানে স্টক টেকিং নিয়মিতভাবে করা হয় কিনা তা ডিজি, ডিএমই এর মতামতে উল্লেখ নেই।	পরিদর্শন প্রতিবেদনের নির্দেশনা বাস্তবায়নপূর্বক প্রমাণকসহ পুনরায় BSR আগামী ১৫.০৩.২০২১ খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।	
১(খ)	ফাইল রেজিষ্টার, স্টক রেজিষ্টার, ডিমান্ড এন্ড রিসিপ্ট রেজিষ্টার, জেনপাচ রেজিষ্টার, ক্রক রেজিষ্টার, সাবসিডিয়ারী রেজিষ্টার চালু নেই। উল্লেখিত রেজিষ্টারসমূহ চালু করতে হবে এবং তাহা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।	নির্দেশনা বাস্তবায়নে তৎপর হতে হবে।	বর্তমানে চালু হয়েছে কিনা তা ডিজি, ডিএমই এর মতামতে উল্লেখ নেই।	ঐ	

১(ক) ১ নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য:

ক্রমিক নং	DIA এর আপত্তি	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব	DEO এর জবাব	DG,DME এর সুপারিশ	DG, DME এর জন্য নির্দেশনা
১	সহকারী সুপার জনাব মো: আব্দুল ওয়াদুদ (ইনডেক্স-৩৮৬৯৩৯) ৭/৫/১৯৯৪ তারিখ জুনিয়র মৌলভী পদে যোগদান করেন এবং ২/১০/১৯৯৭ তারিখে রেজুলেশনে সহকারী মৌলভী পদে পদায়ন করা হয় এবং ১০/১০/২০১০ খ্রি. তারিখ সহকারী সুপার পদে যোগদান করেন। তার সুপার পদের নিয়োগ রেকর্ড যাচাইয়ে দেখা যায়, দৈনিক মানবজমিন পত্রিকায় ৬/৫/২০১০ তারিখে ১ম বার এবং দৈনিক সংগ্রাম ও দৈনিক আজ ও আলমীকাল পত্রিকায় ১৭/৬/২০১০ তারিখ ২য় বার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ২৬/৯/২০১০ তারিখ নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিম্নরূপ:	জনাব মো: আব্দুল ওয়াদুদ বিগত ০৭/০৫/১৯৯৪ খ্রি. তারিখে জুনিয়র মৌলভী পদে যোগদান করেন। জুনিয়র মৌলভী পদে তার যোগদানকাল ০১/০১/১৯৮২ইং তারিখে জারীকৃত নীতিমালা বলবৎ ছিল। পরবর্তীতে ২৪/১০/১৯৯৫ তারিখে জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নীতিমালা জারী করা হয়। ২৪/১০/১৯৯৫ তারিখে জারীকৃত নীতিমালার ১১নং অনুচ্ছেদে শিক্ষক ও কর্মচারীদের পদায়ন করার নির্দেশনামূলক বিধান রাখা হয়। তদানুযায়ী মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির ০২/১০/১৯৯৭ খ্রি. তারিখের রেজ্যুলেশনে জনাব মো: আব্দুল ওয়াদুদকে সহকারী মৌলভী পদে পদায়ন করা হয়। অত:পর সব পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া এবং আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণ/প্রতিপালন করে বিধিসম্মত উপায়ে জনাব মো: আব্দুল ওয়াদুদকে সহকারি সুপার পদে নিয়োগ করা হয়। জনাব মো: আব্দুল ওয়াদুদ ১০/১০/২০১০ খ্রি. তারিখে সহকারি সুপার পদে যোগদান করেন। জনাব মো: আব্দুল ওয়াদুদ আলিম ও ফাজিল পর্যায়ে ৩য় বিভাগ/শ্রেণি প্রাপ্ত। একাধিক তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি প্রাপ্ত বেসরকারি দাখিল মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০/০৬/২০১১ তারিখে শিম/শা:১৪/বিবিধি-২৮/২০০২/২৫৮ স্মারক নং দ্বারা পরিপত্র জারি করা হয়। উক্ত পরিপত্রের নির্দেশনা মোতাবেক এমপিওভুক্ত করার ক্ষমতাসম্পন্ন উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ জনাব	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব বিবেচনা করা যেতে পারে।	সুপারিশমতে আপত্তি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।	ডিইও এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাবে DG, DME কর্তৃক আপত্তিটি নিষ্পত্তির প্রস্তাব দেয়া হয় তবে ডিআইএ এর আপত্তিটি সঠিক কিংবা সঠিক নয় এ বিষয়ে টিএমইডি এর মতামত নেই। তাছাড়া নিয়োগ বিধি সম্মত না হওয়ার পরও কোন বিধানের আলোকে তার বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান করা হচ্ছে। এর সঠিকতা নিরুপণ করে (ডিজি, ডিএমই এর মতামতসহ) পুনরায় বিএসআর আগামী ১৫.০৩.২০২১ খ্রি. তারিখের মধ্যে TMED-তে প্রেরণের জন্য DG, DME-কে অনুরোধ করা হলো।

পরীক্ষার নাম	সন	শ্রেণি/বিভাগ	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যা:
দাখিল	১৯৮৮	১ম	বামাশিবো, ঢাকা।
আলিম	১৯৯২	৩য়	ঐ
ফাজিল	১৯৯৩	৩য়	ঐ
কামিল	১৯৯৯	২য়	ঐ

৪/১২/২০১০ খ্রি. তারিখের নীতিমালায় দাখিল মাদ্রাসার সহকারী সুপার এর কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ আছে যে, "স্বীকৃতি বিশ্ববিদ্যালয়/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড হতে ২য় শ্রেণির কামিল/চার বছর মেয়াদী ২য় শ্রেণির স্নাতক (সম্মান)/২য় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। অথবা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষার উপর ডিগ্রি ২য় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

	(অন্যান্য স্তরে সমগ্র শিক্ষাজীবনে ১টি ৩য় বিভাগ/গ্রেনি/সমমান জিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে)।' তার শিক্ষাজীবনে ২টি তৃতীয় শ্রেণি। ৪/২/২০১০ খ্রি. তারিখের নীতিমালা মোতাবেক সহকারী সুপার পদে তার কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকায় তার আবেদনপত্র বাতিলযোগ্য ছিল। কিন্তু তার আবেদনপত্র বাতিল না করে তাকে নিয়োগ করায় তার নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি। কাজেই তিনি সরকারি বেতন ভাতা পাবেন না এবং তৎকর্তৃক ০১/০১/২০১২ খ্রি. তারিখ হতে ৩০/০৯/২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত গৃহীত ১১,৬২,৯৮০/- টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য।	মো: আব্দুল ওয়াদুদের এমপিওভুক্তির বিষয় পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে তার নিয়োগ বিধিসম্মত এবং তিনি বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হওয়ায় তাকে সহকারি সুপার পদে এমপিওভুক্ত করত: বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান করেন। যা যথাযথ এবং সঠিক। প্রমাণক রেকর্ড হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০/০৬/২০১১ তারিখে জারীকৃত পরিপত্রের অনুলিপি এইসংগে সংযুক্ত করা হলো। (পৃষ্ঠা নং-৩২ দ্রষ্টব্য)। জনাব মো: আব্দুল ওয়াদুদ সহকারী সুপার হিসেবে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করায় সংগত কারনে বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্ত হন। ফলে তৎকর্তৃক গৃহীত বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশের টাকা ফেরত হবে না। সহকারি সুপার জনাব মো: আব্দুল ওয়াদুদের চাকুরীকাল দীর্ঘ প্রায় ২৪ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। সহকারী সুপার জনাব মো: আব্দুল ওয়াদুদ এমপিওভুক্ত, ইনক্রিমেন্টধারী এবং সরকারি বেতন-ভাতাদি প্রাপ্ত শিক্ষক। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ১৯/০৭/২০১৮ তারিখে প্রণীত 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮' এর ২৭(ক) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা মোতাবেক সহকারি সুপার জনাব মো: আব্দুল ওয়াদুদ এর বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে। প্রমাণক রেকর্ড হিসেবে আলোচ্য নীতিমালার ২৭(ক) অনুচ্ছেদের অনুলিপি এইসংগে সংযুক্ত করা হলো (পৃষ্ঠা নং-৩৩ দ্রষ্টব্য)। মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০/০৬/২০১১ তারিখে জারীকৃত পরিপত্রের নির্দেশনার বিপরীত হয়েছে। মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য বিনীত আবেদন জানানো হলো।	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব বিবেচনা করা যেতে পারে।	সুপারিশমতে আপত্তি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।	ঐ

২	সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মো: আশরাফুজ্জামান (ইনডেক্স-২০০২১৩২) ১৯/১২/২০০২ তারিখ যোগদান করেন। তার নিয়োগ রেকর্ড খাচাইয়ে দেখা যায়, দৈনিক আজ ও আগামীকাল পত্রিকায় ১/১০/২০০২ তারিখ (৪র্থ বার) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ৬/১১/২০০২ তারিখ নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। নিয়োগকালে তার কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সনদ ছিল না। তিনি নিয়োগ লাভ করার পর বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা থেকে মে ১৫, ২০০৩ হতে আগস্ট ১৪, ২০০৩ পর্যন্ত সময়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। নিয়োগকালে তার কম্পিউটার সনদ না থাকায় তার আবেদনপত্র বাতিলযোগ্য ছিল। কিন্তু তার আবেদনপত্র বাতিল না করে তাকে নিয়োগ করায় তার নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি। কাজেই তিনি সরকারি বেতন ভাতা পাবেন না এবং তৎকর্তৃক ১/১/২০০৪ তারিখ হতে ৩০/৬/২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত গৃহীত ১৬,৭৩,৫৬৯/- টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য।	জনাব মো: আশরাফুজ্জামান, সহকারি শিক্ষক (কম্পিউটার) ১৯/১২/২০০২ তারিখে যোগদান করেন। মন্তব্য ও সুপারিশে এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে, 'নিয়োগকালে তার কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সনদ ছিল না'। মন্তব্য ও সুপারিশ ঠিক নয়। কারণ, পরিদর্শন ও নিরীক্ষার সময় কম্পিউটার শিক্ষক জনাব মো: আশরাফুজ্জামানের অর্জিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সনদপত্র পরিদর্শন ও নিরীক্ষাকারী কর্মকর্তাকে প্রদর্শন করা হয়। এতদসত্বেও নিয়োগকালে তার কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সনদ ছিল না মর্মে মন্তব্য করার কারণ বোধগম্য নয়। কম্পিউটার শিক্ষক জনাব আশরাফুজ্জামানের অর্জিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সনদপত্র প্রমাণক রেকর্ড হিসেবে এই সংগে সংযুক্ত করা হলো (পৃষ্ঠা নং-৩৪,৩৫,৩৬ দ্রষ্টব্য)। ফলে মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি শুদ্ধ নয়। উল্লেখ্য যে, কম্পিউটার শিক্ষক জনাব মো: আশরাফুজ্জামান ১৫ মে হতে ১৪ আগস্ট ২০০৩ পর্যন্ত ইন সার্ভিস ট্রেনিং হিসেবে বিয়াম, বগুড়া শাখা হতে কম্পিউটার ট্রেনিং কোর্স সম্পন্ন করেন। উক্ত কোর্স সম্পন্নের সনদপত্র এইসংগে সংযুক্ত করা হলো। (পৃষ্ঠা নং-৩৭ দ্রষ্টব্য)। বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নট্রামস অনুমোদিত এবং নিবন্ধনভুক্ত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেট সম্পর্কে বিতর্ক ও জটিলতার সৃষ্টি হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মো: আশরাফুজ্জামান বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অধীন সরকারিভাবে স্বীকৃত/অনুমোদিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অর্জিত সার্টিফিকেটের অনুলিপি প্রমাণক রেকর্ড হিসেবে এইসংগে সংযুক্ত করা হলো (পৃষ্ঠা নং-৩৮ দ্রষ্টব্য)। নিয়োগকালে জনাব মো: আশরাফুজ্জামানের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সনদ ছিল না-মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত এই আপত্তি যথাযথ নয়। জনাব মো: আশরাফুজ্জামানের নিয়োগকালে কম্পিউটার সনদপত্র ছিল। অর্জিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সনদপত্র গ্রহণযোগ্য হওয়ায় এমপিওভুক্ত করার ক্ষমতাসম্পন্ন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ জনাব মো: আশরাফুজ্জামানের এমপিওভুক্তির বিষয় পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে তার নিয়োগ বিধিসম্মত গণ্য করত: বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হওয়ায় তাকে সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) পদে এমপিওভুক্ত এবং বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান করেন। যা যথাযথ এবং সঠিক। জনাব মো: আশরাফুজ্জামান কম্পিউটার শিক্ষক হিসেবে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করায় সংগত কারনে বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্ত হন। ফলে তৎকর্তৃক গৃহিত	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব বিবেচনা করা যেতে পারে।	সুপারিশমতে আপত্তি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।	ডিইও এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাবে DG, DME কর্তৃক আপত্তিটি নিষ্পত্তির প্রস্তাব দেয়া হয়। তবে ডিআইএ এর আপত্তিটি সঠিক কিংবা সঠিক নয় এ মর্মে মতামত নেই। নিয়োগ বিধিসম্মত না হওয়ার পরও কোন বিধানের আলোকে তার বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান করা হচ্ছে। নিয়োগের সঠিকতা নিরুপণ করে পুনরায় বিএসআর আগামী ১৫.০৩.২০২১ খ্রি. তারিখের মধ্যে TMED-তে প্রেরণের জন্য DG, DME-কে অনুরোধ করা হলো।

		বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশের টাকা ফেরত হবে না। সহকারি শিক্ষক(কম্পিউটার) জনাব মো: আশরাফুজ্জামান এমপিওভুক্ত, ইনডেক্সধারী এবং সরকারি বেতন-ভাতাদি প্রাপ্ত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ১৯/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রণীত 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮' এর ২৭(ক) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা মোতাবেক কম্পিউটার শিক্ষক জনাব মো: আশরাফুজ্জামান এর বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে। প্রমাণক রেকর্ড হিসেবে আলোচ্য নীতিমালার ২৭ (ক) অনুচ্ছেদের অনুলিপি এইসংগে সংযুক্ত করা হলো। (পৃষ্ঠা নং-৩৩ দ্রষ্টব্য)। মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি সঠিক নয়। মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য বিনীত আবেদন জানানো হলো।			
৩	সহকারী শিক্ষক জনাব মো: ইনতাজুল ইসলাম (ইনডেক্স-২০৯৮১৫০) ১২/৬/২০১২ তারিখে যোগদান করেন। তার নিয়োগ রেকর্ড যাচাইয়ে দেখা যায়, দৈনিক সংগ্রাম ও দৈনিক সাতমাথা পত্রিকায় ২৬/৩/২০১২ খ্রি. তারিখ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ আছে মহিলা প্রার্থীদের নিকট হতে আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। পুরুষ প্রার্থীদের আবেদন করা প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র মহিলা প্রার্থীদের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার পর কাম্য সংখ্যক মহিলা প্রার্থী না পাওয়ায় দৈনিক সংগ্রাম ও দৈনিক করতোয়া পত্রিকায় ৩০/৪/২০১২ তারিখ পুরুষ/মহিলা প্রার্থীদের নিকট হতে আবেদন আহবান করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ৫/৬/২০১২ তারিখ নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। মহিলা কোটায় শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের ১৪/৫/২০০৯ তারিখের প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ আছে একটি জাতীয় বাংলা দৈনিক পত্রিকা এবং একটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে। তার নিয়োগের ক্ষেত্রে জয়পুরহাট জেলার স্থানীয় পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে বগুড়া জেলার স্থানীয় পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করায় তার নিয়োগ বিধিসম্মত হয়নি। কাজেই তিনি সরকারি বেতন ভাতা পাবেন না এবং তৎকর্তৃক ১/২/২০১৩ তারিখ হতে ৩০/৯/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত গৃহীত ৫,৭৯,৯৮৫/- টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য।	সহকারি শিক্ষক জনাব মো: ইনতাজুল ইসলামের নিয়োগের ক্ষেত্রে জয়পুরহাট জেলার স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে বগুড়া জেলার স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করায় তার নিয়োগ বিধিসম্মত হয়নি মর্মে মন্তব্য ও সুপারিশে আপত্তি উত্থাপিত হয়। যুক্তিযুক্ত না হওয়ায় উত্থাপিত আপত্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ, জয়পুরহাট জেলা থেকে স্থানীয় কোন দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় না। অর্থাৎ জয়পুরহাট জেলার স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা নাই। বর্তমান জয়পুরহাট জেলা সাবেক বৃহত্তর বগুড়া জেলার একটি অংশ ছিল। জয়পুরহাটের স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা না থাকায় সংগত এবং যুক্তিযুক্ত কারণে বগুড়া জেলার স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। উপরে বর্ণিত বিষয়টি এমপিওভুক্ত করার ক্ষমতাসম্পন্ন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ায় এবং নিয়োগ বিধিসম্মত হওয়ায় সহকারি শিক্ষক জনাব মো: ইনজাতুল ইসলামকে এমপিওভুক্ত করত: বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান করা হয়। জনাব মো: ইনতাজুল ইসলাম সহকারি শিক্ষক হিসেবে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করায় সংগত কারনে বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্ত হন। ফলে তৎকর্তৃক গৃহিত বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশের টাকা ফেরত হবে না। সহকারী শিক্ষক জনাব মো: ইনতাজুল ইসলাম এমপিওভুক্ত, ইনডেক্সধারী এবং সরকারি বেতন-ভাতাদিপ্রাপ্ত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ১৯/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রণীত 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮' এর ২৭(ক) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা মোতাবেক কম্পিউটার শিক্ষক জনাব মো: আশরাফুজ্জামান এর বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে। প্রমাণক রেকর্ড হিসেবে আলোচ্য নীতিমালার ২৭ (ক) অনুচ্ছেদের অনুলিপি এইসংগে সংযুক্ত করা হলো। (পৃষ্ঠা নং-৩৩ দ্রষ্টব্য)। মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি সঠিক নয়। মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য বিনীত আবেদন জানানো হলো।	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব বিবেচনা করা যেতে পারে।	সুপারিশমতে আপত্তি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।	ডিইও এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাবে DG, DME কর্তৃক আপত্তিটি নিষ্পত্তির প্রস্তাব দেয়া হয়। তবে ডিআইএ এর আপত্তিটি সঠিক ছিল না মর্মে তথ্য প্রমাণকসহ বিএসআর প্রতিজন। তাছাড়া নিয়োগ বিধিসম্মত না হওয়ার পরও কোন বিধানের আলোকে তার বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান করা হয়েছে। বিষয়ের সঠিকতা নিরূপণ করে পুনরায় বিএসআর আপাতী ১৫.০৩.২০২১ খ্রি. তারিখের মধ্যে TMED-তে প্রেরণের জন্য DG, DME-কে অনুরোধ করা হলো।

৪	সহকারী মৌলভী জনাব আব্দুল মাবুদ (ইনডেক্স-২০৯৩৮০৩) ১৯/২/২০১১ তারিখ যোগদান করেন। তার নিয়োগ রেকর্ড যাচাইয়ে দেখা যায়, দৈনিক সমকাল ও দৈনিক আজ ও আগামীকাল ১২/১১/২০১০ তারিখ ১ম বার এবং দৈনিক সমকাল ও দৈনিক আজ ও আগামীকাল ৮/১২/২০১০ তারিখ ২য় বার তারিখ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। দুই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ আছে মহিলা প্রার্থীদের নিকট হতে আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। পুরুষ প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র মহিলা প্রার্থীদের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার পর কাম্য সংখ্যক মহিলা প্রার্থী না পাওয়ায় দৈনিক সমকাল ও দৈনিক আজ ও আগামীকাল পত্রিকায় ২৯/১২/২০১০ তারিখ ৩য় বার পুরুষ/মহিলা প্রার্থীদের নিকট হতে আবেদন আহবান করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ৬/২/২০১১ তারিখ নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। মহিলা কোটায় শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের ১৪/৫/২০০৯ তারিখের প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ আছে একটি জাতীয় বাংলা দৈনিক পত্রিকা এবং একটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে। তার নিয়োগের ক্ষেত্রে জয়পুরহাট জেলার স্থানীয় পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে বগুড়া জেলার স্থানীয় পত্রিকায় নিয়োগ প্রকাশ করায় তার নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি। কাজেই তিনি সরকারি বেতন ভাতা পাবেন না এবং তৎকর্তৃক ১/১১/২০১২ তারিখ হতে ৩০/৯/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত গৃহীত ৫,৭৫,২৬০/- টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য।	সহকারী মৌলভী জনাব আব্দুল মাবুদের নিয়োগের ক্ষেত্রে জয়পুরহাট জেলার স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করায় তার নিয়োগ বিধিসম্মত হয়নি মর্মে মন্তব্য ও সুপারিশে আপত্তি উত্থাপিত হয়। যুক্তিযুক্ত না হওয়ায় উত্থাপিত আপত্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ, জয়পুরহাট জেলা থেকে স্থানীয় কোন দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় না। অর্থাৎ জয়পুরহাট জেলার স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা নাই। বর্তমান জয়পুরহাট জেলার সাবেক বৃহত্তর বগুড়া জেলার একটি অঙশ ছিল। জয়পুরহাটের স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা না থাকায় সঙগত এবং যুক্তিযুক্ত কারণে বগুড়া জেলার স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। উপরে বর্ণিত বিষয়টি এমপিওভুক্ত করার ক্ষমতাসম্পন্ন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ায় এবং নিয়োগ বিধিসম্মত হওয়ায় সহকারি মৌলভী জনাব আব্দুল মাবুদকে এমপিওভুক্ত করত: বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান করা হয়। জনাব আব্দুল মাবুদ সহকারী মৌলভী হিসেবে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করায় সংগত কারণে বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশপ্রাপ্ত হন। ফলে তৎকর্তৃক গৃহিত বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশের টাকা ফেরত হবে না। সহকারী মৌলভী জনাব আব্দুল মাবুদ এমপিওভূক্ত, ইনডেক্সধারী এবং সরকারি বেতন-ভাতাদি প্রাপ্ত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ১৯/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রণীত 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮' এর ২৭(ক) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা মোতাবেক কম্পিউটার শিক্ষক জনাব মো: আশরাফুজ্জামান এর বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে। প্রমাণক রেকর্ড হিসেবে আলোচ্য নীতিমালার ২৭ (ক) অনুচ্ছেদের অনুলিপি এইসংগে সংযুক্ত করা হলো। (পৃষ্ঠা নং-৩৩ দ্রষ্টব্য)। মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি সঠিক নয়। মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য বিনীত আবেদন জানানো হলো।	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব বিবেচনা করা যেতে পারে।	সুপারিশমতে আপত্তি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।	ডিইও এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাবে DG, DME কর্তৃক আপত্তিটি নিষ্পত্তির প্রস্তাব দেয়া হয়। তবে ডিআইএ এর আপত্তিটি সঠিক কিংবা সঠিক নয় এ মর্মে মতামত নেই। নিয়োগ বিধিসম্মত না হওয়ার পরও কোন বিধানের আওতাকে তার বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান করা হচ্ছে। নিয়োগের সঠিকতা নিরুপণ কল্পে পুনরায় বিএসআর আগামী ১৫.০৩.২০২১ খ্রি. তারিখের মধ্যে TMED-কে প্রেরণের জন্য DG, DME-কে অনুরোধ করা হলো।

	পরিদর্শন প্রতিবেদনের ক্রমিক নং	ডিআইএ এর আপত্তি	ডিআইএ এর আপত্তির আলোকে ডিএমই এর মতামত	ডিজি, ডিএমই এর মতামতের প্রেক্ষিতে টিএমইডি এর মন্তব্য	পরবর্তী করণীয় বিষয়ে টিএমইডি'র নির্দেশনা	
	১(ক)	প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে ১৫ জন শিক্ষক কর্মরত আছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ০১ জন মহিলা শিক্ষক কর্মরত আছেন। ভবিষ্যতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ২০% মহিলা কোটা পূরণ করতে হবে।	বিধি মোতাবেক অনুসরণযোগ্য।	বর্তমানে ২০% মহিলা পূরণ হয়েছে কিনা তা ডিজি, ডিএমই এর মতামতে উল্লেখ নেই।	পরিদর্শন প্রতিবেদনের নির্দেশনা বাস্তবায়নপূর্বক প্রমাণকসহ পুনরায় BSR আগামী ১৫.০৩.২০২১ খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।	

১(ঙ)	বেতন স্কেল সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য:				
ক্রঃনং	DIA এর আপত্তি	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব	DEO এর জবাব	DG,DME এর সুপারিশ	DG, DME এর জন্য নির্দেশনা

১	সহকারী শিক্ষক জনাব এ টি এম আশরাফুল আলম (ইনডেক্স-৩৮৬৯৩৭) ৭/৫/১৯৯৪ তারিখ যোগদান করেন এবং ১/১/১৯৯৫ তারিখ হতে ১৭২৫/- টাকার স্কেলে এমপিওভুক্ত হয়। পরবর্তীতে তিনি ০৮ বছর পূর্তিতে ১/১/২০০৩ তারিখ হতে টাইম স্কেল হিসেবে ৩৪০০/- টাকার স্কেল গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় হতে ২০১০ সনে বিএড ডিগ্রি অর্জনে করেন এবং বিএড এর দাবীতে ১/২/২০১২ তারিখ হতে ১১০০০/- টাকার স্কেল গ্রহণ করেন। ২৪/১০/১৯৯৫ ও ৪/২/২০১০ তারিখের নীতিমালা মোতাবেক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের বিএড স্কেল ৩৪০০/৮০০০/- টাকা। উক্ত স্কেল তিনি টাইম স্কেল হিসেবে গ্রহণ করেন। কোন নীতিমালায় বিএড এর দাবীতে ১১০০০/- টাকার স্কেল প্রাপ্য নয়। বিধায় তিনি ১/২/২০১২ তারিখ হতে ১১০০০/- টাবার স্কেল প্রাপ্য নয়। অপরদিকে মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শিম/শা:১১/১৯-২(এম.পি.ও)/২০০৭/৭৫৭, তারিখ: ১৫/০৫/২০০৮ পরিপত্রের (১) নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, সরকারি এবং বেসরকারি মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদান/স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে কর্মরত বিএড বিহীন শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হলো। মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক তিনি ২০১০ সনে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বিএড ডিগ্রি অর্জন না করে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় বিএড ডিগ্রী অর্জন করায় বিএড এর দাবীতে উচ্চতর স্কেল পাবেন না। কাজেই তৎকর্তৃক ১/২/২০১২ তারিখ হতে ৩১/৯/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত গৃহীত ২,৮৫,৪১০/- টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য। উক্ত টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করে সাথে সাথে সিটিআর সংগ্রহণ করতে হবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সিটিআর এর মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে। বর্তমানে তিনি ১৬০০০/- টাকার স্কেল প্রাপ্য বিধায় এমপিওতে তার নামে বরাদ্দকৃত ২২০০০/- টাকার স্কেলের স্থলে ১৬০০০/- টাকার স্কেল সমন্বয় করার জন্য মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৯/০২/১৯৯৫ তারিখে শা:৩/১জি-৬৫/৯৪ শিক্ষা নং পত্রের আদেশ দ্বারা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের টাইম স্কেল প্রদান করা হয়। টাইম স্কেল প্রদানের আদেশে বর্ণিত হয়েছে যে, যারা চাকুরীতে প্রথম নিয়োগের তারিখ হতে একই বেতন স্কেলে একনাগাড়ে আট বৎসর সন্তোষজনক চাকুরীপূর্তি করেছেন তাদের স্ব-স্ব বেতন স্কেলের পরবর্তী বেতন স্কেলটি 'টাইম স্কেল' হিসেবে ০১/০৭/১৯৯৪ তারিখ থেকে প্রদান করতে সরকার সম্মত হয়েছেন। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৪/০২/২০১০ তারিখের শা:১৩/এমপিও-১২/২০০৯/৭৫ নং পরিপত্রের আদেশ দ্বারা শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশিকা জারি করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৪/০২/২০১০ তারি খ জারিকৃত পরিপত্রের ১১(গ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন পদে কর্মরত কোন শিক্ষক/কর্মচারী তার প্রশিক্ষণ/উচ্চ ডিগ্রী/অভিজ্ঞতার জন্য উচ্চতর স্কেল বা বর্ধিত বেতন পাওয়ার যোগ্য হলে বর্ধিত হারে বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ পাবেন। পরিপত্রের ১১(গ) অনুচ্ছেদের কপি সংযুক্ত (পৃষ্ঠা নং-৪০ দ্রষ্টব্য)। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সহকারি শিক্ষক জনাব এটিএম আশরাফুল আলমকে ০৮ বছর সন্তোষজনক চাকুরী পূর্তির কারনে ০১/০১/২০০৩ তারিখ হতে টাইম স্কেল মঞ্জুর করেন এবং পরবর্তীতে বিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ০১/০২/২০১২ তারিখ হতে বর্ধিত হারে বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান করেন। যা উপরে বর্ণিত সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ এবং সঠিক। টাইম স্কেল গ্রহণ করলে কোন শিক্ষক বিএড প্রশিক্ষণের জন্য আর্থিক সুবিধা পাবেন না এমন সুনির্দিষ্ট সরকারি আদেশ পাওয়া যায়নি। মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি কোন সুনির্দিষ্ট আদেশ নির্দেশ দ্বারা সমর্থিত নয়। দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্জিত সনদপত্রের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত গণ্য। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৮/০৮/২০১৮ তারিখের অফিস আদেশ নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০১.২০১৪ (খন্ড-১), ৩৫৪ দ্বারা বিষয়টি অনুমোদিত। প্রমাণক রেকর্ড হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৮/০৮/২০১৮ তারিখের অফিস আদেশের অনুলিপি এইসংগে সংযুক্ত করা হলো (পৃষ্ঠা নং-৪১ দ্রষ্টব্য)। সহকারী শিক্ষক জনাব এটিএম আশরাফুল আলম কর্তৃক পৃতি টাকা ফেরত হবে না। সহকারি শিক্ষক জনাব এটিএম আশরাফুল আলম এমপিওভুক্ত, ইনডেক্সধারী এবং সরকারি বেতন-ভাতাদি প্রাপ্ত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ১৯/০৭/২০১৮ তারিখে প্রণীত 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদরাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮' এর ২৭(ক) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা মোতাবেক সহকারি শিক্ষক জনাব আশরাফুল আলম এর বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে। প্রমাণক রেকর্ড হিসেবে আলোচ্য নীতিমালার ২৭(ক) অনুচ্ছেদের অনুলিপি এইসংগে সংযুক্ত করা হলো (পৃষ্ঠা নং-৩৩ দ্রষ্টব্য)। মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি সঠিক নয়। মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য বিনীত আবেদন	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব বিবেচনা করা যেতে পারে।	সুপারিশমতে আপত্তি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।	যথাযথ সনদ ব্যতিত সহকারী শিক্ষক জনাব এ টি এম আশরাফুল আলম কর্তৃক অতিরিক্ত গৃহীত ২,৮৫,৪১০/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান এবং তাঁর এমপিও এর সঠিক স্কেল নির্ধারণপূর্বক বিএসআর আপামী ১৫.০৩.২০২১ খ্রি. তারিখের মধ্যে TMED-তে প্রেরণের জন্য DG, DME-কে অনুরোধ করা হলো।

রেজাউল করিম সরকার(ইনডেক্স-৩৯৪৫৮১) ৮/১১/১৯৯৭ তারিখ যোগদান করেন এবং ১/২/১৯৯৮ তারিখ হতে ২৫৫০/- টাকার স্কেলে এমপিওভুক্ত হয়। পরবর্তীতে তিনি ২০০১ সনে বিএড ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১/৭/২০০২ তারিখ হতে বিএড এর দাবীতে ৩৪০০/- টাকার স্কেল গ্রহণ করেন। ১/৭/২০০২ তারিখ হতে ০৮ বছর পূর্তির পর তিনি টাইম স্কেল হিসেবে ১/২/২০১২ তারিখ হতে ১১০০০/- টাকার স্কেল গ্রহণ করেন। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি ২য়, এইচএসসি-৩য়, বিএসসি (বায়োলজি) ৩য় শ্রেণি/বিভাগ। ২৪/১০/১৯৯৫ তারিখের নীতিমালায় কৃষি শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বেতন স্কেল উল্লেখ আছে যে, (১) সকল পরীক্ষায় ২য় বিভাগ থাকলে ২৩০০/- (২) সকল পরীক্ষায় ২য় বিভাগ না থাকলে ১৭২৫/- টাকার স্কেল প্রাপ্য। ২৪/১০/১৯৯৫ তারিখের নীতিমালা কার্যকর করা হয় ৩১/৮/২০০১ তারিখ হতে। ২৪/১০/১৯৯৫ তারিখের নীতিমালা মোতাবেক তিনি ২০০১ সনে বিএড এর দাবীতে উচ্চতর স্কেল পাবেন না। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ২টি তৃতীয় শ্রেণি থাকায় তিনি প্রথম এমপিওভুক্তির তারিখ ১/৯/১৯৯৮ তারিখ হতে ০৮ বছর পূর্তিতে ১/৯/২০০৬ তারিখ হতে টাইম স্কেল হিসেবে ৫১০০/- টাকার স্কেল প্রাপ্য। কিন্তু তিনি ১/৭/২০০২ তারিখ হতে ৩৪০০/- -৫১০০/- টাকার স্কেল গ্রহণ করায় তৎকর্তৃক ১/৭/২০০২ তারিখ হতে ৩০/৮/২০০৬ তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত ৪১,৪১২/- টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য। অপরদিকে তিনি বিএড স্কেল প্রাপ্য নয় বিধায় বিএড স্কেল গ্রহণের তারিখ হতে ০৮ বছর পূর্তির পর ১১০০০/- টাকার স্কেল প্রাপ্য নয়। কিন্তু তিনি ১/২/২০১২ তারিখ হতে ১১০০০/- টাকার স্কেল গ্রহণ করায় ১/২/২০১২ তারিখ হতে ৩০/৯/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত গৃহীত ২,৮৫,৪১০/- টাকার সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য। তৎকর্তৃক সর্বমোট (৪১৪১২+২৮৫৪১০) = ৩,২৬,৮২২/- টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য। উক্ত টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করে সাথে সাথে সিটিএর সংগ্রহ করতে হবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সিটিআর এর মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে। বর্তমানে তিনি ১৬০০০/- টাকার স্কেল প্রাপ্য বিধায় এমপিওতে তার নামে বরাদ্দকৃত ২২০০০/- টাকার স্কেলের স্থলে ১৬০০০/- টাকার স্কেল সমন্বয় করার জন্য মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করা হলো।	রেজাউল করিম সরকার ০৮/১১/১৯৯৭ তারিখে যোগদান করেন এবং ০১/০৯/১৯৯৮ তারিখ হতে ২৫৫০/- টাকার স্কেলে এমপিওভুক্ত হয়ে বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্ত হন। তার নিয়োগ যোগদান ও এমপিওভুক্তিকালে ২৪/১০/১৯৯৫ তারিখে জারিকৃত জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নীতিমালায় বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্ত কার্যকর ছিল না। উক্ত নীতিমালায় বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্ত কার্যকর হয় ৩১/০৮/২০০০ তারিখ থেকে। অর্থাৎ ২৪/১০/৯৫ তারিখে জারীকৃত নীতিমালায় বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্ত ৩১/০৮/২০০০ তারিখে কার্যকর হওয়ার আগেই জনাব মো: রেজাউল করিম সরকার সহকারি শিক্ষক (কৃষি) হিসেবে যোগদান করেন, এমপিওভুক্ত হয়ে বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশপ্রাপ্ত হন। অত:পর তিনি ২০০১ সনে বিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ০১/০৭/২০০২ তারিখ হতে পরবর্তী উচ্চতর ৩৪০০/- টাকার স্কেল প্রাপ্ত হন। ০১/০৭/২০০২ তারিখ হতে ০৮ বছর সন্তোষজনক চাকুরীকাল পূর্তিতে ০১/০২/২০১২ তারিখ হতে তিনি টাইম স্কেল হিসেবে ১১০০০/- টাকার স্কেল প্রাপ্ত হন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ২৪/১০/১৯৯৫ তারিখের নীতিমালায় কৃষি শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ থাকলেও জনাব মো: রেজাউল করিম সরকার এর কৃষি শিক্ষক পদে নিয়োগ, যোগদান ও এমপিওভুক্তিকালে উক্ত নীতিমালায় বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা কার্যকর ছিল না। মন্তব্য ও সুপারিশে উল্লেখ করা হয় যে, '২৪/১০/১৯৯৫ তারিখের নীতিমালা মোতাবেক তিনি ২০০১ সনে বিএড এর দাবীতে উচ্চতর স্কেল পাবেন না।' কেন পাবেন না এর কোন বিধিগত কারণ মন্তব্য ও সুপারিশে উল্লেখ নেই। বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন যে, ২৪/১০/১৯৯৫ তারিখে জারিকৃত জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নীতিমালার ৭(৬) অনুচ্ছেদে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য উচ্চতর স্কেলে বর্ধিত বেতন প্রদানের বিধান রয়েছে। উক্ত নীতিমালার ৭(৬) অনুচ্ছেদের অনুলিপি প্রমাণক রেকর্ড হিসেবে এইসংগে সংযুক্ত করা প্রদানের বিধান রয়েছে। উক্ত নীতিমালার ৭(৬) অনুচ্ছেদের হলো (পৃষ্ঠা নং-৬৩ দ্রষ্টব্য)। তিনি ২০০১ সনে বিএড ডিগ্রী অর্জন করেন এবং প্রাপ্যতা অনুযায়ী পরবর্তী আর্থিক বছর ০১/০৭/২০০২ তারিখ হতে বিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য ৩৪০০/- টাকার স্কেলপ্রাপ্ত হন। শিক্ষাগত যোগ্যতার ২টি তৃতীয় শ্রেণি থাকায় কৃষি শিক্ষক জনাব মো: রেজাউল করিম সরকার প্রথম এমপিওভুক্তির তারিখ ০১/০৯/১৯৯৮ হতে ২৫৫০/- টাকার স্কেল প্রাপ্ত হন। অত:পর ২০০১ সনে বিএড প্রশিক্ষণের জন্য ০১/০৭/২০০২ তারিখ হতে ৩৪০০/- টাকার স্কেল প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে ০৮ বছর পূর্তিতে ০১/০২/১২ তারিখ হতে টাইম স্কেলে ১১,০০০/- টাকার স্কেল প্রাপ্ত হন। প্রাপ্যতা মোতাবেক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে উল্লেখিত স্কেল মঞ্জুর করেন। যা যথাযথ এবং সঠিক। কৃষি শিক্ষক জনাব মো: রেজাউল করিম সরকার কর্তৃক বেতন-ভাতাদি প্রাপ্যতা অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়। তৎকর্তৃক গৃহিত টাকা ফেরত হবে না। সহকারী শিক্ষক (কৃষি) জনাব মো: রেজাউল করিম সরকার এমপিওভুক্ত, ইনডেক্সধারী এবং সরকারি বেতন-	প্রধানের জবাব বিবেচনা করা যেতে পারে।	আপত্তি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।	সত্বেও ডিজি, ডিএমই কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। নিয়োগকালীন যোগ্যতা না থাকা সত্বেও কিসের ভিত্তিতে উচ্চতর স্কেলে এমপিও প্রাপ্ত হয়েছে এর প্রমাণকসহ অথবা আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে আগামী ১৫.০৩.২০২১ খ্রি. তারিখের মধ্যে পুনরায় বিএসআর টিএমইডি-তে প্রেরণের জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।

		কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ১৯/০৭/২০১৮ তারিখে প্রণীত 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮' এর ২৭(ক) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা মোতাবেক কৃষি শিক্ষক জনাব মো: রেজাউল করিম সরকার এর বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে। প্রমাণক রেকর্ড হিসেবে আলোচ্য নীতিমালার ২৭ (ক) অনুচ্ছেদের অনুলিপি এইসংগে সংযুক্ত করা হলো (পৃষ্ঠা নং-৩৩ দ্রষ্টব্য)। মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি সঠিক নয়। মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য বিনীত আবেদন জানানো হলো।			
৩	সহকারী শিক্ষক জনাব মো: আশরাফুল ইসলাম (ইনডেক্স-২০০২১৩৩) ১/১০/২০০২ তারিখ যোগদান করেন এবং ১/৪/২০০৪ তারিখ হতে ২৫৫০/- টাকার স্কেলে এমপিওভুক্ত হন। তিনি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় হতে ২০১০ সনে বিএড ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ১/৭/২০১০ তারিখ হতে বিএড এর দাবীতে ৮০০০/- টাকার স্কেল গ্রহণ করেন। বিএড এর স্কেল গ্রহণের তারিখ হতে ২ বছর ৪ মাস পর ১/১১/২০১২ তারিখ হতে টাইম স্কেল হিসেবে ১১০০০/- টাকার স্কেল গ্রহণ করেন। মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শিম/শা:১১/১৯-২(এম.পি.ও)/২০০৭/৭৫৭, তারিখ: ১৫/০৫/২০০৮ পরিপত্রের (১) নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, সরকারি এবং বেসরকারি মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদান/স্বীকৃতি প্রাপ্ত বিদ্যালয়ে কর্মরত বিএড বিহীন শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হলো। মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত পরিপত্র মোতাবেক তিনি ২০১০ সনের টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বিএড ডিগ্রি অর্জন না করে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় বিএড ডিগ্রি অর্জন করায় বিএড এর দাবিতে উচ্চতন ৮০০০/- টাকার স্কেল পাবেন না। বিধি অনুযায়ী তিনি প্রথম এমপিওভূক্তির তারিখ হতে ০৮ বছর পূর্তির পর ১/৫/২০১২ তারিখ হতে ৮০০০/- টাকার স্কেল গ্রহণ এবং ১/১১/২০১২ তারিখ হতে ১১০০০/- টাকার স্কেল গ্রহণ করায় তৎকর্তৃক ১/৭/২০১০ তারিখ হতে ৩১/১০/২০১২ তারিখ পর্যন্ত ৬৪০০/- টাকার স্থলে ৮০০০/- টাকার স্কেল গ্রহণ করায় অতিরিক্ত গৃহীত ৩৩৮১০/- টাকা এবং ১/৫/২০১২ তারিখ হতে ৩০/৯/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্য ৮০০০/- টাকার স্থলে ১১০০০/- টাকার স্কেল গ্রহণ করায় অতিরিক্ত গৃহীত ২,৫৮,৩২০/- টাকা সর্বমোট ২,৯২,১৩০/- টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য। উক্ত টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করে সাথে সাথে সিটিএর সংগ্রহ করতে হবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সিটিআর এর মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে। বর্তমানে তিনি ১৬০০০/- টাকার স্কেল প্রাপ্য বিধায় এমপিওতে তার নামে বরাদ্দকৃত ২২০০০/- টাকার স্কেলের স্থলে ১৬০০০/- টাকার স্কেল সমন্বয় করার জন্য মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করা হলো।	সহকারি শিক্ষক জনাব মো: আশরাফুল ইসলাম ০১/১০/২০০২ তারিখে যোগদান করেন। ০১/০৪/২০০৪ তারিখ থেকে ২৫৫০/- টাকার স্কেলে এমপিওভুক্ত হন। দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি ২০১০ সনে বিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং সনদপত্র অর্জন করেন। বিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য ০১/০৭/২০১০ তারিখ হতে প্রাপ্যতা মোতাবেক ৮০০০/- টাকার স্কেল প্রাপ্ত হন। দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্জিত সনদপত্রের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত গণ্য। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৮/০৮/২০১৮ তারিখের অফিস আদেশ নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০১.২০১৪ (খন্ড-১), ৩৫৪ দ্বারা বিষয়টি অনুমোদিত। প্রমাণক রেকর্ড হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৮/০৮/২০১৮ তারিখের অফিস আদেশের অনুলিপি এইসংগে সংযুক্ত করা হলো (পৃষ্ঠা নং-৪১ দ্রষ্টব্য)। উক্ত সহকারী শিক্ষক মো: আশরাফুল ইসলাম অতি দরিদ্র, অসহায়, তার একটি কিডনী ড্যামেজ এবং অপরটি ড্যামেজের উপক্রম। ইতোপূর্বে তিনি বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা গ্রহণ করিয়াছেন। কোন সুফল পান নাই। প্রমাণক রিপোর্ট হিসেবে তাহার চিকিৎসার বিবরণ সংযুক্ত করা হলো (পৃষ্ঠা নং-৪২-৫৯)। অর্থাভাবে তিনি সুচিকিৎসা গ্রহণ করতে পারতেছেন না। তাহারি পরিবারে দুটি কন্যা সন্তান। টাকা ফেরত দেয়ার মতো তাহার কোন সামর্থ্য নাই। মানবিক কারণে একজন হতদরিদ্র শিক্ষকের জীবন ধারণের জন্য তাঁহার বেতন স্কেল ঠিক রেখে তাহাকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য জনাবের একান্ত মর্জি কামনা করছি।	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব বিবেচনা করা যেতে পারে।	সুপারিশমতে আপত্তি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।	নিএসআর সঠিকভাবে প্রণীত না হওয়া সত্ত্বেও ডিজি, ডিএমই কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। নিয়োগকালীন যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কিসের ভিত্তিতে উচ্চতর স্কেলে এমপিও প্রাপ্ত হয়েছে এর প্রমাণকসহ অগ্রহণ আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে আগামী ১৫.০৩.২০২১ খ্রি. তারিখের মধ্যে পুনরায় নিএসআর ডিএমইডি-তে প্রেরণের জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।

৪	সহকারী শিক্ষক জনাব মো: ইনতাজুল ইসলাম (ইনডেক্স-২০৯৮১৫০) ১২/৬/২০১২ তারিখ যোগদান করেন এবং ১/১/২০১৩ তারিখ হতে ৬৪০০/- টাকার স্কেলে এমপিওভুক্ত হয়। তিনি কর্মরত অবস্থায় ২০১৫ সনে জয়পুরহাট বিএড কলেজ, জয়পুরহাট হতে বিএড ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১/১১/২০১৬ তারিখ হতে বিএড স্কেল ১৬০০০/- টাকার স্কেল গ্রহণ করেন। মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শিম/শা:১১/১৯-২(এম.পি.ও)/২০০৭/৭৪৭, তারিখ: ১৫/০৫/২০০৮ পরিপত্রের (১) নং অনুচ্ছেদের উল্লেখ আছে যে, সরকারি এবং বেসরকারি মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদান/স্বীকৃতি প্রাপ্ত বিদ্যালয়ে কর্মরত বিএড বিহীন শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হলো। মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত পরিপত্র মোতাবেক তিনি ২০১৫ সনে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বিএড ডিগ্রি অর্জন করায় বিএড এর দাবীতে উচ্চতর ১৬০০০/- টাকার স্কেল পাবেন না। কাজেই তৎকর্তৃক ১/১১/২০১৬ তারিখ হতে ৩০/৯/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্য ১২৫০০/- টাকার স্থলে ১৬০০০/- টাকার স্কেল গ্রহণ করায় তৎকর্তৃক অতিরিক্ত গৃহীত ৩৮,৫০০/- টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য। উক্ত টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করে সাথে সাথে সিটিআর সংগ্রহ করতে হবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সিটিআর এর মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে।	সহকারি শিক্ষক জনাব মো: ইনতাজুল সিলাম ২০১৫ সনে জয়পুরহাট টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, জয়পুরহাট থেকে বিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং সনদপত্র অর্জন করেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জয়পুরহাট টিচার্স ট্রেনিং কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত। সহকারি শিক্ষক জনাব মো: ইনতাজুল ইসলামের অর্জিত বিএড সনদপত্রের অনুলিপি এইসংগে সংযুক্ত করা হলো (পৃষ্ঠা নং-৬০,৬১,৬২ দ্রষ্টব্য)। সহকারী শিক্ষক জনাব মো: ইনতাজুল ইসলাম বৈধ প্রতিষ্ঠান থেকে বিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং সনদপত্র অর্জন করেন। সংগত কারনে তৎকর্তৃক টাকা ফেরত হবে না। সহকারি শিক্ষক জনাব মো: ইনতাজুল ইসলাম এমপিওভুক্ত, ইনডেক্সধারী এবং সরকারি বেতন-ভাতাদি প্রাপ্ত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ১৯/০৭/২০১৮ তারিখে প্রণীত 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮' এর ২৭(ক) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা মোতাবেক কৃষি শিক্ষক জনাব মো: রেজাউল করিম সরকার এর বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে। প্রমাণক রেকর্ড হিসেবে আলোচ্য নীতিমালার ২৭ (ক) অনুচ্ছেদের অনুলিপি এইসংগে সংযুক্ত করা হলো (পৃষ্ঠা নং-৩৩ দ্রষ্টব্য)। মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি সঠিক নয়। মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য বিনীত আবেদন জানানো হলো।	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব বিবেচনা করা যেতে পারে।	সুপারিশমতে আপত্তি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।	আপত্তির আলোকে যথাযথ জবাব অথবা আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে ১৫.০৩.২০২১ খ্রি. তারিখের মধ্যে বিএসআর পুনরায় টিএমইডি-তে প্রেরণের জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
পরিদর্শন প্রতিবেদনের ক্রমিক নং	ডিআইএ এর আপত্তি	ডিআইএ এর আপত্তির আলোকে ডিএমই এর মতামত	ডিজি, ডিএমই এর মতামতের প্রেক্ষিতে টিএমইডি এর মন্তব্য		পরবর্তী করণীয় বিষয়ে টিএমইডি'র নির্দেশনা
২(ক)	প্রতিষ্ঠানটির জমির পরিমাণ ১.৭৮ একর। জমি প্রতিষ্ঠানের নামে খারিজ করা হয়নি।	জমি খারিজ ও হালসন নাগাদ করা শর্তে আপত্তি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।	বর্তমানে জমি প্রতিষ্ঠানের নামে খারিজ ও দাখিলা সংরক্ষণ করা হয়েছে কিনা তা ডিজি, ডিএমই এর মতামতে উল্লেখ নাই।		পরিদর্শন প্রতিবেদনের নির্দেশনা বাস্তবায়নপূর্বক প্রমাণকসহ পুনরায় BSR আগামী ১৫.০৩.২০২১ খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হলো।
৩(খ)	প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়ার হার কমিয়ে আনার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ করা হলো।	নির্দেশনা অনুসরণযোগ্য।	বর্তমানে ঝড়ে পড়ার হার কমিয়ে আনা হয়েছে কিনা তা ডিজি, ডিএমই এর মতামতে উল্লেখ নেই ।		ঐ
৩ (গ)	প্রতি শিক্ষাবর্ষের প্রথমে প্রণীত বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সরবরাহ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠ পরিকল্পনা সমাপ্ত করতে হবে।	ঐ	বর্তমানে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে কিনা তা ডিজি, ডিএমই এর মতামতে উল্লেখ নেই।		ঐ
৪ (ক)	১. নিয়মিতভাবে আয়-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে ক্যাশ বহিতে স্বাক্ষর করতে হবে। ২. কর্মরত শিক্ষকদের সমন্বয়ে ক্রয় কমিটি গঠন করতে হবে। ক্রয় কমিটির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সকল মালামাল ক্রয় করতে হবে এবং মজুদ রেজিস্টারে তাহা যথাসময়ে এন্ট্রি করতে হবে। পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষককে ক্রয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ৩. প্রতিষ্ঠানের সকল আয় সাধারণ তহবিলের ব্যাংক হিসাবে জমা করতে হবে। প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন করে ব্যয় করতে হবে। ৪. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতি তিন মাস অন্তর করা হয় না। শিক্ষকদের সমন্বয়ে তিন সদস্যবিশিষ্ট অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি গঠন করে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রতিষ্ঠানের সকল আয়-ব্যয় নিরীক্ষা করতে হবে।	ঐ	বর্তমানে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত আপত্তিটি সম্পাদন করা হয়েছে কিনা তা ডিজি, ডিএমই এর মতামতে উল্লেখ নেই।		ঐ
৪ (খ)	ভবিষ্যৎ তহবিল চালু নেই। শিক্ষক-কর্মচারীদের স্ব-স্ব নামে ভবিষ্যৎ তহবিল চালু করে নিয়মিতভাবে কর্তন করে রাখতে	ঐ	শিক্ষক-কর্মচারীদের স্ব-স্ব নামে ভবিষ্যৎ তহবিল চালু করা হয়েছে কিনা তা ডিজি, ডিএমই এর		ঐ

৫(ক)	বিগত পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য: ণ-শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন খাতের উদ্বৃত্ত ৫০,০২১/- টাকা, ৫৭,০৫৬/- টাকা, ৫৫২৪/- টাকা ফেরতের সুপারিশ অবাস্তবায়িত।			ঐ	শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন খাতের উদ্বৃত্ত টাকার আপত্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা তা ডিজি, ডিএমই এর মতামতে উল্লেখ নেই।					ঐ

০৩. ডিআইএ এর পরিদর্শন প্রতিবেদনের প্রতিটি নির্দেশনা বাস্তবায়নক্রমে সে অনুযায়ী BSR প্রণয়নপূর্বক টিএমইডি-তে প্রেরণ এবং সে সাথে পরিদর্শন প্রতিবেদনের নির্দেশনার আলোকে প্রতিটি BSR তৈরিক্রমে টিএমইডি-তে প্রেরণ করাও আবশ্যক।

০৪. এমতাবস্থায়, উপরিউক্ত মতে ডিআইএ এর পরিদর্শন প্রতিবেদনের আপত্তির আলোকে টিএমইডি এর নির্দেশনা মোতাবেক ডিআইএ এর নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়নক্রমে সে অনুযায়ী BSR পুনরায় তৈরিপূর্বক আগামী ১৫.০৩.২০২১ খ্রি. তারিখের মধ্যে প্রমাণকসহ টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য মহোদয়কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো এবং সে সাথে ভবিষ্যতে BSR প্রেরণের সময় অধিকতর সতর্কতা অবলম্বনের জন্যও মহোদয়কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১০-২-২০২১
নূরজাহান বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৭৫২৭২

মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ গার্লস গাইড এসোসিয়েশন গাইড হাউজ, ৭ম ও ১০ম তলা নিউ বেইলী রোড, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.১৪২.১৬.৭০.২০-০৯/১(৮)

তারিখ: ২৭ মাঘ ১৪২৭ / ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২) জনসংযোগ কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩) সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।)
৪) সভাপতি/ব্যবস্থাপনা কমিটি, কেন্দুল সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদ্রাসা, উপজেলা: সদর, জেলা: জয়পুরহাট (উপরিউক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে অধ্যক্ষকে সার্বিক সহযোগীতা প্রদানের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিকে এবং অন্যান্য সদস্যগণকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)।
৫) সুপার, কেন্দুল সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদ্রাসা, উপজেলা: সদর, জেলা: জয়পুরহাট।
৬) অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন)-এঁর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৭) উপসচিব (অডিট ও আইন)-এঁর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৮) অফিস কপি, মাস্টার কপি।

১০-২-২০২১
নূরজাহান বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব